57

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... DEC. 1 9 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ছাত্রলীগের ছত্রছায়ায় গড়ে উঠেছে বিশাল সন্ত্রাসী গ্রুপ

দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তি না করায় চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ প্রিন্সিপালকে হত্যার চেষ্টা

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তি করার সুযোগ না দেয়ায় মুজিববাদী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর শামসুন নাহার আলীকে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। সন্ত্রাসীরা গতকাল (শনিবার) সকালে তার কমার্স কলেজসংলগ্ন সরকারী বাসভবনের সামনে একটি শক্তিশালী বোমা ফেলে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ সকাল ৯টায় বোমাটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ইতিপূর্বে ছাত্রলীগের কাদের গ্রুপের সন্ত্রাসীরা গত ২৯ সেপ্টেম্বর প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষে তার ওপর হামলা চালায়। সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে একটি টুল ছুঁড়ে মারলে তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান।

কলেজ সূত্র জানায়, কলেজে দলীয় কোটায় ভর্তি, গাইড বিক্রিসহ ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি বন্ধ করে দেয়ায় কলেজকেন্দ্রিক গড়ে ওঠা ছাত্রলীগের ক্যাডার গ্রুপটির লাখ লাখ টাকা আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য তারা বর্তমান প্রিন্সিপালের ওপর ক্ষেপে যায়। তারা একাধিকবার তার ওপর হামলা করে অবশেষে তাকে টেলিফোনে প্রাণনাশের হুমকি দিচ্ছে। জানা যায়, ছাত্রলীগের এসব চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের কলেজের কয়েকজন শিক্ষক ইন্ধন যোগাচ্ছেন।

বিগত ১০ বছরেরও অধিক সময় ধরে দেশের বাণিজ্য শিক্ষায় প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে রয়েছে। কমার্স কলেজকে ঘিরে গড়ে ওঠেছে একটি বিরাট সন্ত্রাসী গ্রুপ। এ গ্রুপটি কমার্স কলেজ ও

৩-এর পাতায় দেখুন

দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তি না করায় চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ প্রিন্সিপালকে হত্যার চেষ্টা

(৮-এর পৃষ্ঠার পর)

এর আশপাশের বাণিজ্যিক এলাকা থেকে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে আসছে। চাঁদাবাজি এবং ব্যবসায়ীকে আহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের সফল ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে কলেজ ছাত্র সংসদের অফিসকে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় চাঁদাবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা আজম নাসিরের মদদপুষ্ট নাসির গ্রুপ এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা আক্তারুজ্জামান বাবু'র সমর্থনপুষ্ট কাদের গ্রুপ নামে ছাত্রলীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। চাঁদাবাজির জন্য কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু'গ্রুপ সংঘাত-সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কলেজ কর্তৃপক্ষের উভয় গ্রুপের বহিরাগত ক্যাডারদের কলেজে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। পরিচয়পত্রের মাধ্যমে বৈধ ছাত্রদের কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশের ব্যবস্থা করে। গত কয়েক বছর ধরে কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হলেও ছাত্রছাত্রীরা মেধার ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি হতে পারত না। ছাত্রলীগ ক্যাডাররা মোটা অংকের চাঁদা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দলীয় কোটায় কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করত। চলতি বছর থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ দলীয় কোটায় ভর্তির নামে এ চাঁদাবাজি বন্ধ করে দেয়। এ জন্যই সন্ত্রাসীরা কর্তৃপক্ষকে দেখে নেয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে।